

সূদের অভিষাপ -

ব্যাংক ধ্বংস, অর্থনীতি ধ্বংস, সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস

- Md. Eskander Ali Khan

⇒ সূদ সম্পদ বৃদ্ধি করে না, যাকাত-সাদাকা সম্পদ বৃদ্ধি করে

পবিত্র কোরআনের সূরা-৩০, আর-রুম, আয়াত-৩৯ – এ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, “আর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সূদ দাও, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও (তা-ই বৃদ্ধি পায়) সুতরাং তারাই সম্পদশালী।”

যাকাত ও সাদাকা দানের বৃদ্ধির কোন সীমা আল্লাহ্ তা’য়লা নির্ধারন করে দেন নি। এটা নির্ভর করে দৃঢ় সংকল্প, অক্লান্ত ত্যাগ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষার উপর। একটি সহীহ্ হাদীসে এসেছে “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা’য়লা সাদাকা কবুল করেন এবং ডান হাতে তা গ্রহন করেন, তারপর তিনি সেটাকে এমনভাবে বাড়িয়ে তোলেন যেমন তোমাদের কেউ উটের বাচ্চাকে লালন-পালন করে বাড়িয়ে তোলো। এমন কি শেষ পর্যন্ত সেই একটি লোকমাও বাড়িয়ে ওহুদ পাহাড়ের সমান করে দেন।” [তিরমিযী: ৬৬২, মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৭১]

⇒ ইয়াহুদীদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির একটা বড় কারন সূদী ব্যবস্থা দুনিয়াতে কায়েম করা

পবিত্র কোরআনের সূরা-৪, আন-নিসা, আয়াত-১৬০ ও ১৬১ তে আল্লাহ্ বলেন, “সুতরাং ভাল ভাল যা ইয়াহুদীদের জন্য হালাল ছিল আমরা তা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তাদের যুলুমের জন্য এবং আল্লাহর পথ থেকে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য।”

“আর তাদের সূদ গ্রহনের কারনে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারনে। আর আমরা তাদের মধ্য হতে কাফিরদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।”

তাওরাতে সুম্পষ্ট ভাষায় সূদকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাওরাতের প্রতি বিশ্বাসের দাবীদার ইয়াহুদী জাতি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সূদখোর জাতি হিসাবে খ্যাত।

⇒ সুদ হারাম, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহন নিকৃষ্ট হারাম

পবিত্র কোরআনে সূরা-৩, আল-ইমরান, আয়াত-১৩০ এ ইরশাদ হচ্ছে, “হে মুমিনগন! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”

জাহেলী যুগের লোকেরা সুদের উপর সুদ প্রদান করত। ঋণ পরিশোধের একটি সময় নির্ধারিত থাকত। নির্দিষ্ট সময় পরিশোধে ব্যর্থ হলে সময় বাড়িয়ে দিত এবং সুদের উপর সুদ বৃদ্ধি করা হতো। এমনভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বৃদ্ধি পেতে পেতে মূলধন কয়েকগুন বৃদ্ধি হয়ে যেত।

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় হতে বেঁচে থাকবে, সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে বিষয়গুলো কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা, জাদু করা, যথার্থ কারন ছাড়া আল্লাহ্‌ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল ভক্ষন করা, যুদ্ধ অবস্থায় জেহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, পবিত্র মুসলিম নারীর উপর ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া। [বুখারী: ২৭৬৬]

⇒ উহুদ যুদ্ধের আলোচনায় সুদের আয়াত আল্লাহ কেন আনলেন?

সূরা আল-ইমরানের এই আয়াতের আগের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'য়লা উহুদ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উহুদ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনার মাঝখানে আল্লাহ তা'য়লা সুদের আয়াত কেন আনলেন? মুফাস্সেরিনগন বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড়ো কারন এই ছিল যে, মুসলমানরা বিজয়ের মুহূর্তে সম্পদের লোভের নিকট পরাজিত হয়েছিল। সুদের বৃদ্ধির হিসাব নিঃসন্দেহে অর্থের লালসা বৃদ্ধির হিসাবে মশগুল থাকারই লক্ষন।

⇒ সমাজে সুদ প্রচলনের ফলে দুই ধরনের চারিত্রিক রোগ সৃষ্টি হয়

সুদখোর ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে লোভ-লালসা, কৃপনতা, স্বার্থান্ধতা বিস্তার লাখ করে। সুদ-দাতা ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে ঘৃণা, রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।

⇒ সূদের সাথে জড়িত লোকেরা কবর থেকে অজ্ঞান অথবা পাগলের মত দিকভ্রান্ত হয়ে উত্থিত হবে

পবিত্র কোরআনে সূরা-২, আল-বাকারাহ্, আয়াত-২৭৫ এ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "সূদ যারা ভক্ষন করে তারা শয়তানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামতের দিনে দন্ডায়মান হবে।"

⇒ সূদের সাথে জড়িতদের কি শাস্তি হবে, তা মে'রাজের রাত্রে রাসূল (সাঃ) কে দেখানো হয়

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, মে'রাজের রাত্রে যখন আমি লাল রং বিশিষ্ট একটি নদীতে পৌঁছি যার পানি রক্তের মত লাল ছিল, তখন আমি দেখি যে, এক লোক অতি কষ্টে নদীর তীরে আসছে। কিন্তু তীরে একজন মালাক / ফেরেশতা রয়েছেন। নদীতে থাকা লোকটি সাতরে তীরের কাছে আসার সাথে সাথে একজন মালাক তার মুখ হা করে ধরছেন এবং অপর মালাক তার মুখে পাথর ভরে দিচ্ছেন। তখন সে ওখান থেকে পলায়ন করছে। অতঃপর পুনরায় এই রূপই হবে। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, তার শাস্তির কারন এই যে, সে সূদ খেত। [ফাতহুল বারী ৩/২৯৫]

⇒ ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা সূদের মত নয়, কারন ব্যবসাতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি থাকে, সুদে তা নেই

পবিত্র কোরআনে সূরা-২, আল-বাকারাহ্, আয়াত-২৭৫ এ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, সূদের সাথে জড়িতদেরকে শয়তানের স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে, কারণ "এটা এই জন্য যে তারা বলে, ক্রয় বিক্রয় তো সূদের মতো।"

ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা সূদের মতো নয়। কারণ ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসাতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি থাকে। কিন্তু সূদ কারবারীরা কোন লোকসান গ্রহণ করেনা। নির্দিষ্ট হারে সূদ বেড়ে যায়, চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ বেড়ে যায় এবং মূল ঋণের কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ঋণ গ্রহীতা কখনোই এ চক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। এমনকি বন্ধক সম্পত্তি বিক্রি করেও বের হয়ে আসতে পারে না। এটা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সমাজের জন্য অভিশাপ। এই অভিশাপের ফলে বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা ও অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে।

⇒ আল্লাহ বেচাকেনা কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম

পবিত্র কোরআনে সূরা-২, আল-বাকারা, আয়াত-২৭৫ এ আল্লাহ তা'য়ালার ইরশাদ করেন, "অথচ আল্লাহ বেচাকেনা কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম"

⇒ সুদ দাতার (ব্যাংক, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান) লাভ নিশ্চিত, নির্ধারিত; পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতার (ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান) লাভ অনিশ্চিত (ক্ষতিও হতে পারে)

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল। ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি কাজে গ্রহীত ঋণ লাভজনকও হতে পারে, ক্ষতিরে আশংকাও রয়েছে। কিন্তু ঋণদাতা সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ পেতেই থাকে, এর কোনো সীমা নেই। এমনও হতে পারে ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তি, সমস্ত উপার্জন, তার পুরো আর্থিক উপকরণ, এমনকি তার পরিধানের বস্ত্র, ও ঘরের আসবাবপত্র ঋণ দাতার কাছে চলে যাওয়ার পরও বাকি থেকে যায়।

⇒ আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন সুদী কারবার থেকে বিরত থাকো, না হলে চিরকাল জাহান্নামের অধিবাসী হবে

সূরা-২, আল-বাকারার ২৭৫ নম্বর আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ বলেছেন, "অতএব যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে, অতঃপর সে বিরত থেকেছে, তবে যা অতীতে হয়ে গেছে তা তার এবং তার বিষয়ে আল্লাহর নিকট সোপর্দ; আর যে পুনরাবৃত্তি করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।"

⇒ আয়াতের এই অংশে আল্লাহ বলেননি, যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সুদ, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করেছিল তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হলো

অতীতের সুদ ও চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ আল্লাহ ক্ষমা করার ঘোষণা দেননি, তবে এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট সোপর্দ বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হতে পারে ক্ষমা বা শাস্তি প্রদান আল্লাহর ফয়সালা।

⇒ অতীতে যে সূদ গ্রহণ করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি।

মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ঘোষণা করেছিলেন, "অজ্ঞতা যুগের সমস্ত সূদ আমার পদদ্বয়ের নিচে ধ্বংস হয়ে গেল। সর্বপ্রথম সূদ যা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি তা হচ্ছে আব্বাস (রাঃ) সূদ। [আবু দাউদ ৩/৬২৮]

⇒ সূদী কারবার পরিত্যাগ না করলে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য

সূদের নিষিদ্ধতা জানার পরও যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সূদী কারবার পরিত্যাগ না করে, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি অবধারিত।

⇒ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সূদ পরিত্যাগ করলো না সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন 'যারা সূদ ভক্ষণ করে তারা শয়তানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কেয়ামত দিবসে দন্ডায়মান হবে' আয়াত নাযিল হয়, তখন রসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি সূদ পরিত্যাগ করলো না, সে যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।" [আবু দাউদ ৩/৬৯৫, হাকিম ২/২৮৫]

⇒ সূদী কারবারের মধ্যে ৭০ টি পাপ, তার মধ্যে হালকা পাপ মায়ের সাথে জ্বিনা করা

হাদীসে এসেছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সূদের ৭০ টি পাপ রয়েছে। সবচেয়ে হালকা পাপ হচ্ছে মায়ের সাথে জ্বিনা করা।" [ইবনে মাজাহ ২/৭৬৪, হাকিম ২/৩৭]

⇒ এমন যুগ আসবে সবাই সূদ গ্রহণ করবে

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "এমন যুগ আসবে যে, সব মানুষ সূদ গ্রহণ করবে।" সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সবাই কি সূদ গ্রহণ করবে? তিনি উত্তরে বললেন, "যে গ্রহণ করবে না তার কাছে তার ধূলি পৌঁছবে।" [আহমদ]

⇒ রাসূল (সাঃ) সূদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন সূরা বাকারার সূদ সংক্রান্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন রাসূল (সাঃ) মসজিদে এসে তা পাঠ করলেন এবং সূদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন। [আহমদ ৬/৪৬, ফাতহুল বারী ৮/৫১, মুসলিম ৩/১১০৬, আবু দাউদ ৩/৭৫৯, নাসাই ৬/৩০৬, ইবনে মাজাহ্ ২/১০২২]

⇒ সূদ গ্রহণকারী প্রদানকারী সাক্ষ্যদানকারী এবং লেখকদের প্রতি অভিশাপ

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সূদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সাক্ষ্যদানকারী, এবং লেখকদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।" [মুসলিম ৩/১২১৯]

⇒ মুনাফা বা লাভ-ক্ষতি নাম দিয়ে সুদী কারবার হারাম

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "ইহুদিদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা অভিশপ্ত করেছেন, কেননা যখন তাদের ওপর চর্বি হারাম করা হয় তখন তারা কৌশলে ঐগুলো গলিয়ে বিক্রি করে এবং মূল্য গ্রহণ করে।" [ফতহুল বারী ৬/৫৭২, মুসলিম ১২০৭]

⇒ যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত; যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও সুদ খায় তারা গুনাহগার ও পাপাচারী

পবিত্র কোরআনের সূরা আল-বাকার, আয়াত ২৭৬ - এ ইরশাদ হচ্ছে, "আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ কোন অধিক কুফরিকারী পাপীকে ভালোবাসেন না।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর দান করে, আল্লাহ তা ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর তিনি তা বর্ধিত করতে থাকেন, যেমন তোমরা তোমাদের পশু লালন পালন করে থাকো এবং এমনকি তিনি ওর সওয়াব বড় পাহাড় সমান করে দেন।" [ফাতহুল বারী ৩/৩২৬, ১৩/৪২৬, মুসলিম ২/৭০২]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, "সূদ আপাত দৃষ্টিতে বেশি হলেও পরিশেষে তা কমেই যায়।" [আহমাদ ১/৩৯৫, তাবারি ৬/১৫]

⇒ ঈমানদার, সৎ কাজকারী, সালাত প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত আদায়কারীদের কোন ভয় নাই, তারা চিন্তিতও হবে না - তাদের জন্য রয়েছে রবের প্রতিদান

সূরা আল-বাকারার ২৭৭ নাস্বার আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং যারা যাকাত আদায় করেছে- তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের নিকট। আর তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"

ঈমানদার, সৎকাজ সম্পাদনকারী, সালাত কায়েমকারী, যাকাত আদায়কারীদেরকে আল্লাহ্ জান্নাত দান করবেন, তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'য়ালা এদেরকে হেফাজত করবেন এবং উন্নতি দান করবেন।

⇒ সূদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও

সূরা বাকারা, আয়াত-২৭৮ এ ইরশাদ হচ্ছে, "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করো এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।"

আল্লাহ্ তা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিচ্ছেন, অতীতের সূদ ছেড়ে দিতে হবে এবং ভবিষ্যতেও সূদ গ্রহণ করা যাবে না। ইসলামের লেবেল এঁটে 'সূদকে' 'মুনাফা' নামকরণ করে অতীতে গ্রহণ করে থাকলে সেটা জঘন্য পাপ। এ পাপ থেকে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করা উচিত এবং প্রতিজ্ঞা করা উচিত ভবিষ্যতে ব্যক্তি, ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান সূদী কারবারে জড়িত হবে না।

⇒ সূদী কারবারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা বাকারার ২৭৯ নাস্বার আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "অতঃপর যদি তোমরা না করো, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও। আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না।"

এই আয়াতে শর্ত দেয়া হয়েছে যদি তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তওবা কর, এবং অতীতের সূদ ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা মূলধন ফেরত পাবে।

এবং কঠোর ভাষায় ধমক দেয়া হয়েছে, যদি তোমরা সূদ ছেড়ে না দাও, তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহর কারণে কোরআনুল কারীমে এত বড় শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়নি।

⇒ ঋণের মূল টাকা (সূদ সহ নয়) আদায়ের জন্য অসচ্ছল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত সময় দিতে হবে।

পবিত্র কোরআনে সূরা আল-বাকারার ২৮০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, "আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তার অবকাশ।"

যদি কোন অসচ্ছল ব্যক্তি বা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মূল টাকা পরিশোধে অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই অবকাশ দিতে হবে। অবকাশ সময়কালের জন্য কোন সূদ বা অতিরিক্ত টাকা চার্জ করা যাবে না। সাবধান! দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হাড়ে সূদ বৃদ্ধি করবে না।

মুসনাত আহমেদে রয়েছে, যে ব্যক্তি দরিদ্র লোক / প্রতিষ্ঠান এর উপর স্বীয় প্রাপ্য (মূল) আদায়ের ব্যাপারে নম্রতা প্রকাশ করে এবং তাকে অবকাশ দেয়; অতঃপর যতদিন পর্যন্ত সে পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত সে প্রতিদিন সেই প্রাপ্যের পরিমাণ দান করার সওয়াব পেতে থাকবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সে প্রতিদিন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সওয়াব পেতে থাকবে।

এ কথা শুনে বুরাইদা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পূর্বে আপনি ওই পরিমাণ দানের সওয়াবের কথা বলেছিলেন। এখন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ সওয়াব প্রাপ্তির কথা বললেন? তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, যে পর্যন্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত না হবে সে পর্যন্ত সমপরিমাণ দানের সওয়াব লাভ করবে, এবং যখন মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সওয়াব লাভ করবে। [আহমাদ ৫/৩৬০]

⇒ যদি তোমরা সাদকা (অর্থাৎ মূল টাকাও ছেড়ে দাও) করো, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

সূরা বাকারা, আয়াত-২৮০ এর শেষ অংশে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "এবং যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে তোমাদের জন্য দান করাই উত্তম।"

⇒ মূল টাকা ক্ষমাকারী কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরাশের ছায়ায় নীচে থাকবে

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইব্ন কাব আল-কারাযী (রহঃ) বলেছেন, যে, এক লোকের কাছে আবু কাতাদাহ (রাঃ) কিছু টাকা পাওনা ছিল। তিনি ঐ ঋণ আদায়ের তাগাদায় তার বাড়ী যেতেন; কিন্তু সে লুকিয়ে থাকত এবং তার সাথে দেখা করত না। একদা তিনি তার বাড়ী এলে, একটি ছেলে বেরিয়ে আসে। তিনি তাকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, হ্যাঁ, তিনি বাড়িতেই আছেন এবং খাবার খাচ্ছেন। তখন আবু কাতাদাহ (রাঃ) তাকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বললেন, আমি জেনেছি যে, তুমি বাড়িতেই আছ; সুতরাং বাইরে এস উত্তর দাও। ঐ বেচারী বাইরে এলে তিনি তাকে বললেন, লুকিয়ে থাকছো কেন? লোকটি বলল, জনাব! প্রকৃত ব্যাপার এই যে আমি অভাবী (লোক), এখন আমার নিকট আপনার ঋণ পরিশোধ করার মতো অর্থ নেই। তাই লজ্জায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি না। তিনি বললেন, শপথ করো। সে শপথ করল। এ দেখে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেন, আমি রাসূল (সাঃ) এর মুখে শুনেছি, “যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণগ্রস্থকে অবকাশ দেয় বা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয় সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরাশের ছায়া নীচে থাকবে।” [মুসলিম ৪/২০৮৪, আহমাদ ৫/৩০৮]

⇒ ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মূল টাকা মাফ করে দিলে, ঋণদাতাকে আল্লাহ জাহ্নাত দান করবেন।

আবু ইয়ালী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুজাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন লোককে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে আনা হবে। তাকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন- বল, তুমি আমার জন্য কি সাওয়াব কামাই করেছো? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি এমন একটি অণু পরিমাণ সাওয়াবেরও কাজ করতে পারিনি যার প্রতিদান আমি আপনার নিকট আশা করতে পারি। আল্লাহ পুনরায় এটাই জিজ্ঞাসা করবেন এবং সে একই উত্তর দিবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার আবার জিজ্ঞাসা করবেন। এবার লোকটি বলবে, হে আল্লাহ! একটা সামান্য কথা মনে পড়েছে। আপনি দয়া করে কিছু মালও আমাকে দিয়েছিলেন। আমি ব্যবসায়ী লোক ছিলাম। লোকেরা আমার নিকট হতে ধার-কর্ষ নিত। আমি যখন দেখতাম যে, এই লোকটি দরিদ্র এবং পরিশোধের নির্ধারিত সময়ে সে কর্ষ পরিশোধ করতে পারছে না, তখন আমি আরো কিছুদিন অবকাশ দিতাম। ধনীদেব ওপরও পীড়াপীড়ি করতাম না। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে ক্ষমাও করে দিতাম। তখন আল্লাহ তা'য়ালার বলবেন, তাহলে আমি তোমার পথ সহজ করবো না

কেন? আমি তো সর্বাপেক্ষা বেশি সহজকারী। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি জান্নাতে চলে যাও। [ফাতহুল বারী ৬/৫৭০, মুসলিম ৩/১১৯৫, ইব্ন মাজাহ ২/৮০৮]

⇒ বাংলাদেশের NPL পৃথিবীতে দ্বিতীয়, যুদ্ধ বিধ্বস্ত Ukraine এর পরই এর অবস্থান।

বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ৫.৮৯ লক্ষ কোটি টাকা NPL বা মন্দ ঋণ, এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এবং মোট Loan এর ৩২.২৬% শতাংশ।

⇒ বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে Stressed Asset হলো ১১.২ লক্ষ কোটি টাকা।

বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে মোট ঋণের ৬১% Stressed Asset অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ বা সমস্যাগ্রস্থ ঋণ। ব্যাংকিং সেক্টরের অবস্থা খুবই খারাপ, যে কোনো মুহূর্তে Collapse করতে পারে।

⇒ ঝুঁকিপূর্ণ বা সমস্যাগ্রস্থ ঋণ থেকে বের হওয়ার উপায়

জাপান ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ব্যাংকিং Crisis থেকে বের হওয়ার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গুলো নিয়ে ছিল তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংককে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে এবং Professionally এটাকে Run করতে দিতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংককে কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক নজরদারী করতে হবে (Aggressive Regulatory Oversight)

(গ) সরকারকে কমপক্ষে ৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংকিং সেক্টরে Inject করতে হবে। কারণ ব্যাংকিং Crisis থেকে বের হতে জাপানি সরকার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ইয়েন ব্যাংকিং সেক্টরে Inject করেছিল।

(ঘ) জাপানের মতো ব্যাংকগুলোকে Operation Restructuring করতে হবে, কস্ট (Cost) কমাতে হবে এবং Management Strategy পরিবর্তন করতে হবে।

⇒ ১৭ থেকে ২০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার এর পরিমাণ অর্থ ব্যাংকিং সেক্টর থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে

বিদেশে বিপুল পরিমাণ পাচার (Laundered) হওয়ার অর্থ উদ্ধার করা খুবই difficult তবে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে Laundered না হয় তার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে হবে। Over Invoicing Import, Under Invoicing Export বন্ধ করতে হবে। Over Invoicing Import, এবং Under Invoicing Export এর জড়িতদের শাস্তির বিধান করতে হবে।

⇒ আমার প্রস্তাব: ঋণ গ্রহীতার Partial Payment থেকে ৫০% Principal এ Adjust এবং ৫০% Profit (Interest) এ Adjust বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আমার প্রস্তাব, ঋণগ্রহীতার Partial Payment থেকে ৫০% Principal এ Adjust এবং ৫০% Profit (Interest) এ Adjust বাধ্যতামূলক করা। তা না করলে শাস্তির বিধান রাখা।

⇒ কোন অবস্থাতে সূদকে Principal এ Convert করা যাবে না।

সূদকে Principal এ Convert করা অভিশপ্ত ইহুদী জাতীর নীতি। এটা শতভাগ পরিহার করতে হবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নজরদারী অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোন ক্রমেই সূদকে Principal এ Convert করতে দেয়া যাবে না।

⇒ সংসদীয় কমিটির Meeting এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় Governor সাহেব বলেছেন, ইসলামী ব্যাংকিং এর অনেক চাহিদা রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশ ব্যাংক চেষ্টা করছে ইসলামী ব্যাংকিং বর্তমানের ৩০% থেকে ৬০% উন্নিত করা।

দেশে পুরো ব্যাংকিং এ ইসলামী ব্যাংকগুলোর বর্তমান শেয়ার শতকরা ৩০ ভাগ। দেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর চাহিদা প্রচুর। বাংলাদেশ ব্যাংকের Governor মহোদয়ের উক্তি অত্যন্ত সময়োচিত এবং প্রশংসার দাবীদার। ইসলামী ব্যাংকিং এর শেয়ার ৩০% থেকে ৬০% উন্নিত করলে দেশের জন্য অত্যন্ত কল্যানকর হবে। Governor মহোদয় আরো একটি কথা বলেছিল, ইসলামী ব্যাংকের শরিয়া সুপারভাইজারী (Supervisory) আরো মজবুত, প্রভাবমুক্ত ও উন্নত করতে হবে। এর সাথে আমি শতভাগ একমত।

⇒ ইসলামী ব্যাংকের শরিয়া বোর্ডের সদস্যদের ব্যাংকিং Operation, হিসাব (Account) পদ্ধতি, অবশ্যই বুঝতে হবে। এগুলো বুঝলেই ভুল ধরে সংশোধন করতে পারা যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক, সেন্ট্রাল শরিয়া Council, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (Training Institute) শরিয়া Council এর সদস্যদের Training এর ব্যবস্থা করতে পারে। শরিয়া Council এর মতামতে জনগণ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। সুতরাং মাননীয় সদস্যদের পবিত্র দায়িত্ব ব্যাংক ভুল করে থাকলে সংশোধন করে দেয়া। শুধু শরিয়া Auditor দের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে মতামত দেওয়াও সব সময় ঠিক নয়। মাননীয় সদস্যগণ কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে অনেক জ্ঞানের অধিকারী। তারা একটু চেষ্টা করলে ইসলামী ব্যাংক operation ও accounts এর জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। শেখার কোন বয়স নেই। শরিয়া বোর্ডকে অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে হবে কোন ক্রমেই মুনাফা যেন Principal এ Convert হয়ে না যায়।

আমার প্রস্তাব: শরিয়া বোর্ডের সদস্যদের ভালো করে দেখতে হবে, যখন কোন Investment- Client Partial Payment করবে, তখন যেন ৫০% Principal এ এবং ৫০% মুনাফাতে Adjust হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত এ সম্পর্কে একটি Guideline তৈরি করা। কারণ ব্যাংক (ইসলামী ব্যাংক সহ) প্রায় পুরোটাই Interest / Profit এ Adjust করে। তাতে বিনিয়োগের মূল অংক কখনই কমে না।

⇒ চক্রবৃদ্ধি হারে (Compound) সুদ / মুনাফা আরোপ ব্যবসার প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর এবং দেশের অর্থনীতিতে কুফল বয়ে আনে।

১০০ টাকা বার্ষিক ১৫% হার সুদে, ঋণ গ্রহণ করলে বছর শেষে ১১৫ টাকা হয়। এই ১১৫ টাকা পরবর্তী বছরের শুরুতে মূল টাকায় রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ Original Principal ১০০ টাকা, এখন নতুন Principal ১১৫ টাকা হলো। দ্বিতীয় বছরে ১১৫ টাকার উপরে সুদ ক্যালকুলেট করা হবে এবং দ্বিতীয় বছর শেষে এটা ১৩২.২৫ টাকা হয়ে যায়। কোন কোন ব্যাংক মাসিক ভিত্তিতে Compounding করে, যার ফলে ১৩২.২৫ টাকার আরো অনেক বেড়ে যায়।

⇒ Rescheduling এর সময় Principal ও সুদ যোগ করে নতুন Principal তৈরি করা হয়।

ব্যবসার মন্দার কারণে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঋণ ও সুদের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংকগুলো Principal এর সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ যোগ করে, দলুসুদ আরোপ করে নতুন Principal সৃষ্টি করে। এভাবে বাড়তে বাড়তে মূল Principal কয়েকগুণ বেড়ে যায়। কখনোই ঋণ, সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ, দলু সুদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। এজন্যই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন সূদী কারবারীরা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

⇒ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সমাজের জন্য এবং অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর

ইসলামী ব্যাংকিং এর সুবিধা সমূহ:

- (১) সূদী কারবারে Inflation হয়। সূদবিহীন ব্যবস্থায় Inflation (মুদ্রাস্ফীতি) থাকবে না।
- (২) Real Asset Banking: Every deal must link to actual goods, services or properties leading to higher asset quality.
- (৩) মদ, জুয়া, সিগারেটে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ, যার ফলে এর কুপ্রভাব থেকে সমাজ মুক্ত হয়।
- (৪) আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
- (৫) ব্যাংকের Capital Base Strong হয়, Liquidity Reserve বেড়ে যায়।
- (৬) Global Financial Crisis এর সময় অতীতে ইসলামী ব্যাংক সমূহের কোন ক্ষতি হয়নি।

⇒ ২০০৮ সালে আমেরিকার Housing Bubble, Subprime Mortgages, Complex Derivatives এর কারণে Global Economic Crisis হয়েছিল, সে সময় ইসলামী ব্যাংকগুলো কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি।

ঐতিহাসিক ভাবে এটা প্রমাণিত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা Superior ব্যাংকিং ব্যবস্থা। তবে সঠিক পদ্ধতিতে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই ব্যবস্থা পরিচালিত করতে হবে। কোনক্রমেই সূদী কারবারীর মত ব্যাংক Operate করা যাবে না। তাহলে

কোরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধাচারন করা হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

⇒ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক সমূহ, সুদী ব্যাংকের ইসলামী Window সমূহ, বিশেষভাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি এর জন্য কিছু পরামর্শ।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি এদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম ইসলামী ব্যাংক। অতীতে এ ব্যাংকের সফলতা অনেক। আল্লাহ্ তা'য়ালার এই ব্যাংকের উপর বিশেষ রহমত নাযিল করেছেন। এ ব্যাংক জনতার ব্যাংক। নদীর পানি ব্যবহার করার জন্য নদী বলে না তুমি অন্য ধর্মের লোক আমার পানি ব্যবহার করতে পারবে না, অথবা তুমি অন্য দলের লোক আমার পানি ব্যবহার করতে পারবে না। ঠিক একই ভাবে ইসলামী ব্যাংক সবার ব্যাংক, কোন বিশেষ গোষ্ঠীর এ ব্যাংক নয়।

⇒ মুশারাকা মুদারাবায় বিনিয়োগ শুরু করার পরামর্শ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসিকে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলো follow করে, সে জন্য আইবিবিএল পিএলসির দায়িত্ব ও আল্লাহ্র কাছ জওয়াবদিহীতা অনেক বেশী। প্রতিষ্ঠার পর IBBLPLC মুশারাকা, মুদারাবা বিনিয়োগ শুরু করেছিল, পরবর্তীতে বন্ধ করে দেয়। Principle of Musharaka, Mudaraba investment "Profit as per agreed ratio, Loss as per equity" RDS (Rural Development Scheme) এ কিছু বিনিয়োগ মুশারাকাতে করা হয়েছিল, সেখানে ব্যাংক ও RDS Clients উভয়ই ভাল লাভবান হয়েছিল।

RDS ছাড়াও SME তে এ ধরনের বিনিয়োগ করা জন্য IBBLPLC এর management ও পরিচালকদের কাছে বিনিভাবে আবেদন করছি, এ ধরনের বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর।

⇒ বিনিয়োগ Client দেয় উপর কঠোর নজরদারী প্রস্তাব

অতীতে আইবিবিএল পিএলসির কোন এক বড় Client কে Industry এর Machinery ক্রয়ের জন্য HPSM এ বিনিয়োগ দেয়া হয়েছিল। অল্প কিছুদিন পরই সে Enhancement এর জন্য আবেদন করে। এতে ব্যাংকের সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এবং ভালো করে investigate করে দেখা গেলো, ঐ Client টাকা divert করেছে। machinery না

কিনে সিগারেট factory কিনেছে। সিগারেট factory তে বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকে হারাম। তখন Enhancement approve করা হয় নি। এবং সে Client কে বাধ্য করা হয়েছিল সিগারেট factory বিক্রি করতে।

⇒ Islami Banking Law বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরী

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপরে কোন আইন নেই। Bank Company Act 1991 এর আওতায় ইসলামী ব্যাংগুলো পরিচালিত হচ্ছে। সময় সময় বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু Guidelines দিয়ে থাকে। বর্তমান Parliament এর সরকারী ও বিরোধী দলীয় সম্মানিত সদস্যদেরকে অনুরোধ করব, অতিশ্বর একটি Islami Banking আইন প্রণয়ন করে সংসদে পাশ করা হোক।

⇒ IBBLPLC তে শুরুতে বাংলাদেশ সরকারের শেয়ার ছিল এবং সরকার মনোনীত একজন পরিচালক ছিলেন। দীর্ঘ ৪০ বছরের বেশী সময় ধরে ICB এর Share ছিল এবং ICB থেকে একজন পরিচালক ছিলেন

পরিচালক হওয়ার জন্য মাত্র ১০,০০০ টাকার শেয়ার এর প্রয়োজন ছিল Bank Company act 1991 এ। পরবর্তীতে এটাকে বাড়িয়ে মূলধনের ১% এবং আরও পরে ২% করা হয়। ইতিহাস সাক্ষী ১% এবং ২% এর বিধান জারির পর ব্যাংক নিয়ন্ত্রন কতিপয় ধনীক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পরে।

⇒ ইসলামী ব্যাংকের পরিচালকদেরও Islami Banking সম্পর্কে পুরে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

শুধু টাকার জোরে পরিচালক এ Practice থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। জ্ঞান, মেধা, Contribution এর mentality ই হওয়া উচিত পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা। সর্বোপরি সৎ, পরিশ্রমী ও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার Commitment এবং Practicing মুসলিম।

⇒ IBBLPLC এর RDS কল্যানমুখী কার্যক্রম

IDB ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের Share Holder ছিল। এবং IDB থেকে একজন পরিচালক ছিলেন। RDS এর কল্যানমুখী কার্যক্রম দেখে IDB প্রস্তাব করেছিল, একটি

Subsidiary Company গঠন করার জন্য যেখানে Major Shareholding IBBL এর থাকবে এবং IDB উল্লেখযোগ্য Share গ্রহন করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছিল। দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। RDS এর সদস্যদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। দেশে নৈতিকতা বড় অভাব। প্রান্তিক গ্রাম্য মহিলারা RDS এর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভালো মানুষ রূপে গড়ে উঠছেন। এটা সামাজ্য গঠনে একটা বড় সাফল্য।

⇒ **মরহুম সাইফুর রহমান বিএনপি সরকারের আমলে বহু বছর অর্থমন্ত্রী ছিলেন**

বিএনপি সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবের আমলে ব্যাংকগুলো খুব ভালো চলতো। বিশেষ করে IBBLPLC অনেক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। ফ্যাসিবাদী আমলের ১৭ বছর সমস্ত প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো পুনর্গঠন করা ও দাঁড় করানো বর্তমান বিএনপি'র জন্য চ্যালেঞ্জিং, বিশেষ করে ব্যাংকগুলোতে জনসাধারণের আস্থা ও বিদেশীদেরকে আস্থায় ফিরিয়ে আনা অনেক কষ্টসাধ্য। আমরা আশা করি এবং পরম করুণাময়ের কাছে দোয়া করি, বর্তমান সরকার জনগণের কল্যাণের কাজ করার প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করুন।

⇒ **কিভাবে Banco Santander ব্যাংক ২০০৮ সালের Global Banking Crash থেকে বেঁচে গেল?**

Spain এর Banco Santander ব্যাংক Global Banking Crash থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম কারন হলো তাদের ৮৫% Loan ছিল retail ব্যাংকিং এ। এই ঘটনা থেকে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো শিক্ষা নিতে পারে। Risky Big Financing করতে হলে কয়েকটি Bank মিলে যৌথভাবে করা সমিচীন।

⇒ **Consumer Financing বা Retail Financing এর একটা বড় খাত Home Loan**

IBBLPLC এর Home Loan এর Calculation এবং Rent ও Principal Charging এবং Posting এর ব্যাপারে গ্রাহককে সবসময়ই অবহিত করতে হবে। Rent Increase করতে হলে গ্রাহককে জানাতে হবে। Deposit এবং Investment Clients এর Satisfactionই হলো ইসলামী ব্যাংকিং এর মূল চালিকা শক্তি।

⇒ দলুদ সূদ, Compensation এর প্রাপ্য টাকা জনকল্যান মূলক কাজে ব্যয় করা উচিৎ

IBBLPLC এর Compensation এর টাকা দ্বারাই ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন তৈরী করা হয়েছিল। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে অনেক কল্যান মূলক কাজ করা হয়। যেমন, আনেকগুলো হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গরীবদেরকে সহায়তা, গরীব ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ব্যাংকগুলো ও আরো বেশী বেশী CSR activities পরিচালনা করা উচিৎ।

⇒ Depositors দেব ব্যাংকে টাকা রাখতে কোন ভয়ের কারন নেই। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক Depositors দেব জমা টাকার শতভাগ সুরক্ষা দান করে থাকে।

Depositors কোন ক্রমেই ব্যাংকের রক্ষিত সমস্ত টাকা তুলে ফেলা উচিৎ হবে না। ফ্যাসিস্ট সরকারের অপকর্মের কারনে এ দেশের সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। আমাদের সকলেরই উচিৎ ধৈর্য ধারন করা। ইনশাআল্লাহ ব্যাংকগুলো বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকগুলো খুব তাড়াতাড়িই ঘুরে দাড়াবে এবং অর্থনীতির সূচক ও উর্ধ্বমুখী হবে। IBBLPLC তাদের পূর্ব গৌরব উদ্ধার করতে সক্ষম হবে। এবং আল্লাহর রহমতে অতীতের মত Remittance, Export, Import, Liquidity, Low Overdue ইত্যাদিতে IBBLPLC আবার শীর্ষস্থানীয় হবে, - এটা এদেশের জনগন বিশ্বাস করে এবং আশা করে।

⇒ কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন, যে কোরআন ও হাদীসে যে সূদ হারামের কথা বলা হয়েছে সেটা মহাজনী সূদ এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। ব্যবসা বানিজ্যের সূদ হারাম নয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা।

কোরআনের আয়ত এবং হাদীস সমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। তাহলে এটা অবশ্যই প্রতীয়মান হবে যে - ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে শুরু করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সূদ হারাম এবং দেশের অর্থনীতির জন্য অকল্যাণকর। সাহাবী, তাবে-তাবে'য়ীগন সহ সমস্ত সল্ফে সালেহীনগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সূদ ব্যক্তি, সামষ্টিক, ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও নিষিদ্ধ। সমস্ত তাফসীরকারকগন, আলেম সমাজ এবং বিশ্বের বেশ কিছু বড় বড় অর্থনীতিবিদগন সূদের কুফল সম্পর্কে সোচ্চার। সূদী ব্যবস্থা মানবতার জন্য অভিশাপ। কোন ধর্মই সূদকে সমর্থন করে না। তাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ।

⇒ Conventional ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে, ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে বিনিয়োগ নিয়ে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ছোট, মাঝারি, বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে উঠেছে। ব্যাংকিং সেক্টরের এই দুঃসময় এই সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও Positive হওয়া দরকার।

দৈর্ঘ্যের সাথে সমস্ত সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে। উভয় পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে Difficulties গুলো Overcome করতে হবে। এদেশ আমাদের সকলের। ব্যাংক ভালোভাবে Run করলে ব্যবসা ঠিকঠাক মত চললে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে এবং আমরা সবাই উপকৃত হব, এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা ভালো কিছু রেখে যেতে পারবো।

⇒ শেষ কথা

রাজনীতি, গণতন্ত্র, ব্যাংক ব্যবস্থা, অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। রাজনীতি, গণতন্ত্র সুস্থ থাকলে ব্যাংক ব্যবস্থা ও অর্থনীতি সুস্থ থাকবে। দেশের মানুষ বর্তমান সরকার ঘোষিত Trillion-Dollar অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা যার যার জায়গা থেকে নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে যাব। ইনশাআল্লাহ দেশ আবার সমৃদ্ধির পথে হাঁটবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।